বাংলা সংবাদপত্রে সম্পাদকীয় চিঠি
পত্রাঘাত
জনমত
সম্পাদক সমীপেষু
জনমত
পত্রাঘাত
পত্রাঘাত
সম্পাদক সমীপেষু
একদিন
র্তমান
নন্দবাজার পত্রিক
ভোট হলে সব আসনই অনিশ্চিত, কারাটকে বিমান
কাজ শুরু করলেন মমতা
মের ফাঁসেই আট
কপাতদুষ্ট, অবরোধ অসাংবিধানি
রাইটার্সে যাচ্ছেন না বুদ্ধদেব
উৎসবেও জারি যুদ্ধ, মমতার রোষে রমেশ
চিন হামলার সুবর্ণজয়ন্তী, ছকেছিলেন স্বয়ং মাও-ই
য়ে পালাচ্ছে মাতব্বররা
'নির্বিকার' এনে জের
দের জন্য ৭০০ কোটি
নিক রাজভবনে
মিউনিস্টরা লিসবনে
দক্ষিণ, গণহিস্টিরিয়ার লাইভ শো
বিপন্ন মানবাধিকার
ARISH
OMISHA GROUP OF COMPANIES

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

এই গবেষণাপত্রটির জন্য বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ কলেজের অধ্যক্ষ ও সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপণ বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা এবং বিভাগীয় অন্যান্য অধ্যাপিকা ও অধ্যাপক মন্ডলীর কাছে যারা এই প্রকল্পটি করতে সর্বতভাবে সাহায্য করেছেন। তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ এই গবেষণার কাজটি যথাযথভাবে সম্পূর্ণ করতে সবরকমভাবে সাহায্য করেছে। এছাড়াও প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করার ক্ষেত্রে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' অবসরপ্রাপ্ত অবর সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী ও 'বর্তমান' সংবাদপত্রের কর্মরত সাংবাদিক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এর কাছেও সমান কৃতজ্ঞ।

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	৪
লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	৬
গবেষণা পদ্ধতি	৭
বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ	৮
➢ সাক্ষাৎকার	১৬
➢ সমীক্ষাপত্রের রেখচিত্র	২৩
সমীক্ষাপত্রের রিপোর্ট	৩০
উপসংহার	৩১
গ্রন্থপঞ্জী	৩২

ভূমিকা

গণজ্ঞাপণের একটি অন্যতম হাতিয়ার হল সংবাদপত্র। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংবাদ, ফিচার, বিভিন্ন বই, চলচ্চিত্র, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সিডি, ক্যাসেট, নাটক ইত্যাদির পাশাপাশি সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা উত্তর সম্পাদকীয়, কলাম ও সম্পাদকীয় ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করে পাঠকদের কাছে। এক্ষেত্রে পাঠকদের কাছে সংবাদপত্র বার্তা প্রেরণ প্রেরকের ভূমিকা পালন করে থাকে। তবে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন বিষয়ে পাঠকদেরও মত প্রকাশের সুযোগ আছে, গণজ্ঞাপণের পরিভাষায় একে প্রতিবার্তা বলে। জ্ঞাপন নিয়ে আলোচনা যত প্রসারিত হয়েছে প্রতিবার্তা তত বেশি প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পারস্পরিক জ্ঞাপন থেকে গণজ্ঞাপন সমস্ত ধরনের জ্ঞাপনেই প্রতিবার্তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বলে বিবেচিত হচ্ছে। শুধু জ্ঞাপনের রকমফের অনুযায়ী প্রতিবার্তার চরিত্র ভিন্ন হয়। পারস্পরিক জ্ঞাপনে তাৎক্ষনিক প্রতিবার্তা পাওয়া যায়। গণজ্ঞাপনে বার্তা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতা তার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে না। বিশেষ উদ্দ্যোগ নিয়ে শ্রোতা তার প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে। টেলিফোন, ইমেল, টি আর পি, চিঠির মাধ্যমে এই প্রতিবার্তা জানা সম্ভব।

পাঠকরা সংবাদপত্রের সম্পাদককে চিঠি লিখে এই মতামত প্রকাশ করে থাকেন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো সংবাদ বা অন্য কোনো বিষয় (শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবহন, বিভিন্ন ধরনের রোগজনিত সমস্যা) প্রাসঙ্গিক অন্য যে কোনো বিষয়, নিজেদের এলাকার কোনো স্থানীয় সমস্যা, কোনো পেশাগত সমস্যা, কোনো সামাজিক সমস্যা ইত্যাদি যেকোনো বিষয়েই মতামত পাঠকরা চিঠি লিখে প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু পাঠকদের পাঠানো যেকোনো চিঠিই সংবাদপত্র প্রকাশ করবে এমন নাও হতে পারে। সেইসব চিঠিই ছাপানো হয় যার মধ্যে থেকে সমাজের নানা ধরনের সমস্যার কথা উঠে আসে এবং সর্বপরি যেগুলি প্রয়োজনীয়। সাধারনত সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় এই মতামত প্রকাশ করা হয়ে থাকে। বস্তুত, পাঠকদের মতামত সংবাদপত্রের সঙ্গে পাঠকদের মানসিক যোগাযোগ গড়ে তোলার ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র গণমাধ্যমের যে প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে, কার্যত তাকে একটি উভমুখী প্রক্রিয়ার রূপ দেয় পাঠকদের মতামত। এর মধ্য দিয়ে পাঠকদের অভিমত সামাজিক সচেতনতাও তৈরি করতে পারে।

সংবাদপত্রে চিঠিপত্রের আকারে পাঠকদের যে মতামত প্রকাশিত হয়, তা আরও কয়েকটি ভূমিকা পালন করে। প্রকাশিত সংবাদপত্রে কোনো তথ্যগত ভুল থাকলে পাঠকরা তা সংশোধন করে দিয়ে থাকেন। পাঠকদের চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে

সংবাদপত্রের পরিচালক তাঁদের পছন্দ-অপছন্দ কিংবা চাহিদার কথা জানতে পারেন। অনেকসময় পাঠকরা বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাসঙ্গিক ঐতিহাসিক তথ্য চিঠিপত্রের মাধ্যমে সরবরাহ করেন। পাঠকদের চিঠি একটি দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে নাগরিকদের মূল্যায়ন তুলে ধরতে পারে। বর্তমানে অনেক সংবাদপত্র বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয় নিয়ে পাঠকদের মধ্যে বিতর্কের আয়োজন করছেন, যেখানে পাঠকরা চিঠির মাধ্যমে বিতর্কের বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে তাদের মতামত প্রকাশ করে থাকেন। সামগ্রিকভাবে তাই বলা যায় যে সংবাদপত্রে চিঠিপত্রের আকারে পাঠকদের যে মতামত প্রকাশিত হয়, তা নাগরিক ভাবনার বৈচিত্র্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে থাকে। সেই কারনেই সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকদের মতামতের ভূমিকা ও গুরুত্বকে সাংবাদিকতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মূল্যায়ন করা দরকার। সেই ভাবনা থেকেই সংবাদপত্রে পাঠকদের মতামত শীর্ষক বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষাটি তৈরি করা হয়েছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

প্রতিটি সংবাদপত্রেই কমবেশি সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় এই চিঠি প্রকাশিত হয়ে থাকে। সম্পাদকীয় চিঠি সহপাঠকদের উপর কতটা প্রভাব ফেলে তা দেখানো হল এই প্রকল্পের লক্ষ্য। সংবাদপত্রে বিভিন্ন ধরনের সম্পাদকীয় চিঠি প্রকাশিত হয় যার মধ্যে কখনো ব্যক্তিগত সমস্যা, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক - অর্থনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির পাঠকের দ্বারা আদৌ কি উপকৃত অথবা প্রভাবিত হচ্ছেন কিংবা এদের চিঠি কতটা ফলপ্রসু হচ্ছে তা সমীক্ষার মাধ্যমে তথ্য বিশ্লেষণ করে তুলে ধরা হবে। এর জন্য আনন্দবাজার পত্রিকা, বর্তমান এবং একদিন এই তিনটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকদের মতামত বিবেচিত হবে।

গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাপত্রটি তৈরি করার জন্য বিষয়বস্তু নির্বাচনের পর ১ম অক্টোবর থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনিত সংবাদপত্র বাছাই করে এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য এই বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যেহেতু গবেষণার বিষয় **'সংবাদপত্রে পাঠকদের চিঠিপত্রের গুরুত্ব'** তাই তিনটি সংবাদপত্রকে বাছাই করা হয়েছে বিষয়বস্তুর সার্বিক মূল্যায়নের জন্য। মনোনিত সংবাদপত্রগুলি হল যথাক্রমে - আনন্দবাজার পত্রিকা, একদিন এবং বর্তমান। এই প্রকল্পের উদ্দেশ্যে পৌছানোর জন্য ১টি সমীক্ষাপত্র তৈরি করা হয়েছে। প্রকল্পের সুবিধার জন্য মনোনিত সংবাদপত্র থেকে সংবাদপত্রে পাঠানো চিঠিকে উদাহরন হিসেবে বর্ণনা করার পাশাপাশি বিশ্লেষণ ও করা হয়েছে। এছাড়া গবেষনাপত্রটির জন্য ৫০ জনের জনমত সমীক্ষা নেওয়া হবে।

বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

সংবাদপত্রে পাঠকদের মতামত প্রায় প্রতিদিন প্রকাশিত হয়। প্রতিটি সংবাদপত্রেই পাঠকদের চিঠিপত্রকে একটি শিরোনাম দিয়ে প্রকাশ করে। সপ্তাহের বিভিন্ন দিনে কোনো কোনো সংবাদপত্র নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর চিঠিপত্র প্রকাশ করে থাকে। কিছু সংবাদপত্র আবার নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বির্তকের আয়োজন করে, যাতে পাঠকরা চিঠিপত্রের মাধ্যমে অংশগ্রহন করেন। প্রকৃতপক্ষে, সংবাদপত্রে পাঠকদের মতামত যেভাবে প্রকাশ করা হয়, তার স্বকীয়তা আছে। আনন্দবাজার পত্রিকা, বর্তমান, একদিন প্রভৃতি সংবাদপত্রে অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের সংস্করণগুলির ভিত্তিতে তার মূল্যায়ন করা হল। সাধারনভাবে সব সংবাদপত্রেই সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় চিঠিপত্রের আকারে পাঠকদের মতামত প্রকাশিত হয়।

পাঠক যেমন বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাদের মতামত প্রকাশ করেন তেমনি সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন সংবাদ, ফিচার, সম্পাদকীয়, উত্তর সম্পাদকীয় ও কলাম এবং ছবি, চলচ্চিত্র-পুস্তক সমালোচনা করে থাকেন। এছাড়া সংবাদপত্র বিশ্লেষণ সম্পর্কে তাদের মতামত চিঠিপত্রের মাধ্যমে তাদের দপ্তরে পাঠান। সংবাদপত্রের দপ্তরে পাঠান এবং সংবাদপত্রগুলি তা প্রকাশ করেন। সংবাদপত্রের দপ্তরে পাঠকদের প্রচুর চিঠি আসে। সব চিঠি যেমন প্রকাশযোগ্য নয়, তেমনি সংবাদপত্রে জায়গার সীমাবদ্ধতার কারনে পাঠকদের পাঠানো সব চিঠি প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না। তাই সমস্ত সংবাদপত্রই বাছাই করা চিঠি প্রকাশ করে। এই বাছাই করার জন্য সংবাদপত্রগুলির সম্পাদকীয় বিভাগে নির্দিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যাক্তি বা ব্যক্তিরা থাকেন। তারা শুধু চিঠিপত্র বাছাইয়ের কাজ করেন না, সেইগুলি ছাপানোর জন্য প্রয়োজনীয় সম্পাদনার কাজও করেন। তাই সংবাদপত্রের দপ্তরে তারাও আবার সম্পাদক বলেই বিবেচিত হন। সংবাদপত্রগুলি চিঠিপত্র প্রকাশ করে বিভিন্ন শিরোনাম দিয়ে। সব সংবাদপত্র সপ্তাহের সাতদিন চিঠিপত্র প্রকাশ করে না, আবার কোনো কোনো সংবাদপত্র পাঠকদের মধ্যে চিঠিতে বিতর্কের ব্যবস্থা করে, তা সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে প্রকাশ করা হয়। কিছু কিছু সংবাদপত্র পাঠকদের নাগরিক জীবনের নানা সমস্যার কথাও চিঠিপত্রের আকারে প্রকাশ করে থাকেন।

‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’ প্রকাশিত চিঠির তালিকা (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

তারিখ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম	শিরোনামের ধরণ	বিষয়বস্তু	প্রেরক	কলাম
০১/১০/২০১২	৪ নং	আবার এসেছে ফিরে	ক্রস হেডলাইন	কয়েক হাজার বছরের পুরানো শিরীষ গাছ কাটা নিয়ে সমালোচনামূলক লেখা প্রকাশিত হয়।	শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী, কোচবিহার.	১
০২/১০/২০১২	৪ নং	এত দিনে টের পেলেন	ক্রস হেডলাইন	রাজ্য আয়োজিত ছাত্র-যুব উৎসবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে আমন্ত্রণ।	রতন চক্রবর্তী, উত্তর ২৪ পরগণা.	২
০৪/১০/২০১২	৪ নং	বেহাল রাস্তা	সেন্টার হেডলাইন	পূর্ব মেদিনীপুর জেলার সদর শহর তমলুকের ‘শহিদ মাতঙ্গিনী পঞ্চায়েত সমিতি’ এলাকার কাঁকট্যা বাজার থেকে রূপনারায়ন নদী তীরবর্তী সোয়াদিঘি পর্যন্ত ৫ কিলোমিটার বিপজ্জনক রাস্তা সংক্রান্ত অভিযোগ।	কার্তিক সাহা, পূঃ মেদনীপুর.	২
০৮/১০/২০১২	৪ নং	শিশির কুমার অন্য তথ্য	সেন্টার হেডলাইন	নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অজানা তথ্য প্রকাশ করা হয়।	চিরকিশোর ভাদুড়ি, বিপ্রদাস ভাদুড়ি ও ইন্দ্রজিৎ ভাদুড়ি (নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ির ভ্রাতুস্পুত্রগণ), আমহার্স্ট স্ট্রীট.	৪

তারিখ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম	শিরোনামের ধরণ	বিষয়বস্তু	প্রেরক	কলাম
০৯/১০/২০১২	৪ নং	আর আমাদের রাজনীতি?	ক্রস হেডলাইন	বাংলার রাজনীতিতে জাতপাতের সংস্কৃতি।	অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, দিল্লি.	২
১০/১০/২০১২	৪ নং	গৃহিনী বেতন পেলে ক্ষতি কী?	ইনভারটেড পিরামিড হেডলাইন	গৃহিনীকে কর্তার আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ মাসিক বেতন দেওয়া জন্য আইন নিয়ে লেখেন।	আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়, কলকাতা - ৭৪.	২
১১/১০/২০১২	৪ নং	ফুটপাথ তুমি কার?	সেন্টার হেডলাইন	কলকাতা থেকে শুরু করে সাঁতরাগাছি সর্বত্র হকাররাজ, এর ফলে নিত্য যাত্রীদের চরম ভোগান্তির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।	বনানী চট্টোপাধ্যায় ও সুদীপ্ত মন্ডল. কলকাতা -	১
১৫/১০/২০১২	৪ নং	অভাব জলের নয়, ঠিক ঠিক পরিকল্পনার	ক্রস হেডলাইন	পরিকল্পনার অভাবে বিপদগ্রস্ত জলসম্পদ, ফল হিসেবে দেখা যাচ্ছে ভৌমজলের হ্রাস ও বাস্তুতন্ত্রের সমুহ ক্ষতি।	ডঃ বিপ্লব বিশ্বাস, বর্ধমান.	৪
৩০/১০/২০১২	৪ নং	কেউ মারা গেলেই কি আনন্দ করে খাওয়াদাওয়া	পিরামিড হেডলাইন	মৃত্যু পরবর্তী অনুষ্ঠান কি করনীয় সে সম্পর্কে ব্যক্তিগত একটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছে।	তিলোত্তমা দাস, কলকাতা -	৩
০৮/১১/২০১২	৪ নং	পুলিশ, প্রশাসন, পরিবেশ দফতর কার কাছে যাব আমরা	পিরামিড হেডলাইন	বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, পূজায় শব্দবাজি মুক্তকরন এবং শব্দদূষণ রোধ।	বিপ্লব দাস, বাঁকুড়া.	৩

তারিখ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম	শিরোনামের ধরণ	বিষয়বস্তু	প্রেরক	কলাম
১৯/১১/২০১২	৪ নং	রবীন্দ্রনাথও ব্যতিক্রম নন	সেন্টার হেডলাইন	কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক নিয়ে সমালোচনা।	তনিমা ভট্টাচার্য ও শ্রীশঙ্কর ভট্টাচার্য,	৫
২৬/১১/২০১২	৪ নং	'মেলবন্ধন' নয়	সেন্টার হেডলাইন	বাংলা ভাষার অপপ্রয়োগ ও ভূল বানানের প্রচলন।	তপন রায়চৌধুরী, কলকাতা -	২
১১/১২/২০১২	৪ নং	এইটুকু খোলা জায়গা থাকবে না!	পিরামিড হেডলাইন	প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়-এর খোলা মাঠে তৈরি হতে চলেছে 'আইকন ভবন'।	মনোজ ঘোষ, কলকাতা - ৬১.	২
১৭/১২/২০১২	৪ নং	পরীক্ষার চাপ	সেন্টার হেডলাইন	উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সময় এক মাস থেকে তেরো দিনে নামানো হয়েছে এর ফলে সমস্যায় পড়তে পারে কলা বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা।	বিশ্বনাথ কুন্ডু, পশ্চিম মেদিনীপুর.	২
১৮/১২/২০১২	৪ নং	মনে করালেন সুমন	সেন্টার হেডলাইন	পুরানো দিনের সুরকারদের নিয়ে লেখা।	জগন্নাথ বসু, কলকাতা - ৩৭.	২
২৪/১২/২০১২	৪ নং	লাথিই মারো আর যা-ই করো	ক্রস হেডলাইন	গুলি বা ছিটে নেশার প্রনালী।	সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিউটাউন.	৩

‘একদিন’ প্রকাশিত চিঠির তালিকা (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

তারিখ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম	শিরোনামের ধরণ	বিষয়বস্তু	প্রেরক	কলাম
০২/১০/২০১২	৪ নং	অপমানিতাদের প্রকাশ্য লাঞ্ছনার সামনে এনে ফেলেছি না তো	ক্রস হেডলাইন	ধর্ষিতা মহিলাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া নিয়ে সম্প্রতি যে সরকারি ঘোষণা হয়েছে, তা নিয়ে নানারকম মত ও বিরুদ্ধমতের প্রকাশ্য আলোচনা।	প্রবুদ্ধ বাগচী, বি টি রোড.	৪
০৫/১০/২০১২	৪ নং	ঘুম পাড়ানি মাসীপিসি মোদের বাড়ি এসো	সেন্টার হেডলাইন	মানুষের ঘুমের প্রয়োজন কি, কতক্ষন আমাদের ঘুমের দরকার আর কেনোইবা আমরা ঘুমাই এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করা হয়েছে।	সুকুমার সেনাপতি ও সোমা সেনাপতি, চুঁচুড়া, হুগলি.	৩
১২/১০/২০১২	৪ নং	ডুমুরের মধ্যেই থাকে ডুমুরের ফুল	ক্রস হেডলাইন	ডুমুর সংক্রান্ত এক বিস্তারিত তথ্য।	সুকুমার সেনাপতি ও সোমা সেনাপতি, চুঁচুড়া, হুগলি.	২
১৯/১০/২০১২	৪ নং	ঐক্যবদ্ধ আত্মহত্যার দায় কিন্তু সমাজেরও	ইনভারটেড পিরামিড	আত্মহত্যার কারন এবং নাগরিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে শিথীলতা নিয়ে গবেষনামূলক লেখা।	নুরুল ইসলাম খান, এন্টালি.	১
৩১/১০/২০১২	৪ নং	দূষণ থেকে বাঁচাতেই হবে হাজারদুয়ারিকে	ক্রস হেডলাইন	অত্যন্ত বেশী দূষণের হাত থেকে রক্ষা পাচ্ছে না হাজারদুয়ারি।	অশোক পাল, মুর্শিদাবাদ.	৩
০১/১১/২০১২	৪ নং	এই সিদ্ধান্ত ইতিবাচক	সেন্টার হেডলাইন	বাস সংক্রান্ত নিত্য দিনের সমস্যার কথা উল্লেখ করেন।	বিমল বসু, গড়িয়া	২

তারিখ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম	শিরোনামের ধরণ	বিষয়বস্তু	প্রেরক	কলাম
০৭/১১/২০১২	৪ নং	নিরীহদের রক্ষা করুন সরকার	সেন্টার হেডলাইন	যারা অপরাধী নন তারা প্রায়সই ধরাসায়ী হন, সেক্ষেত্রে তাদেরকে অনেক সময় ফাঁসানোও হয় মিথ্যা চক্রান্তে। এ প্রসঙ্গে লেখক বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন।	বিশ্বজিৎ দাস, বর্ধমান	২
১৫/১১/২০১২	৪ নং	থিমে যেন না ডাকে পবিত্র আলো	সেন্টার হেডলাইন	দূর্গাপূজা ও বাঙালিয়ানা	দেবাশিষ হাজরা, হাওড়া	২
২৩/১১/২০১২	৪ নং	সামাজিক অবক্ষয় রোধে গনমাধ্যমগুলির ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ	ক্রস হেডলাইন	সমাজে নারীদের উপর যে বর্বর অত্যাচার মাথাচারা দিয়ে উঠেছে তা নিয়ে দুঃখজনক বিবৃতি	সুমন চট্টোপাধ্যায়, বর্ধমান	৪
০৪/১২/২০১২	৪ নং	প্রকৃতির যে আসনে লক্ষ্মী এসে বসেন	ক্রস হেডলাইন	পদ্মফুলের গুরুত্ব, উৎপত্তি ও কাজ নিয়ে দীর্ঘ একটি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।	সুকুমার সেনাপতি ও সোমা সেনাপতি, চুঁচুড়া, হুগলি.	৩
১২/১২/২০১২	৪ নং	চটের ব্যবহার কমিয়ে দেওয়াতে সিদ্ধান্তে চাষি ও শ্রমিকদের মাথায় হাত	পিরামিড হেডলাইন	চটের নানা ধরনের পন্য সামগ্রী ব্যবহার নিয়ে বিস্তৃত বর্ণনা	সোমনাথ কুন্ডু, হাওড়া	২
১৯/১২/২০১২	৪ নং	সুরকার রবি'র মৃত্যুসংবাদ আড়ালেই থেকে গেল	সেন্টার হেডলাইন	প্রয়াত হিন্দি সুরকার রবি অকালপ্রয়ান ও তাঁর আত্মজীবনী সম্পর্কে স্মৃতিচারণা করেছেন লেখক।	বিশ্বনাথ বিশ্বাস, সল্টলেক	৩
২৮/১২/২০১২	৪ নং	শ্রম ও শ্রমশক্তি	সেন্টার হেডলাইন	শ্রম, মজুরি ইত্যাদি কাকে বলে তা নিয়ে ব্যখ্যা করেছেন।	হরিসাধন ঘোষ, বাঁকুড়া.	১

বর্তমান পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠির তালিকা (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

তারিখ	পৃষ্ঠা	শিরোনাম	শিরোনামের ধরণ	বিষয়বস্তু	প্রেরক	কলাম
১৮/১১/২০১২	৮ নং	খুচরো সংকট মেটাতে হবে রিজার্ভ ব্যাংককেই	সেন্টার হেডলাইন	খুচরো সমস্যা ও মুদ্রাস্ফীতি	প্রণব ভট্টাচার্য, হাতিহল্‌কা.	৪
২৪/১১/২০১২	৮ নং	দন্ডবিধির ৩০৯ ধারার অবলুপ্তি দরকার	সেন্টার হেডলাইন	আত্মহত্যাকে স্বেচ্ছামৃত্যুর অধিকার দেওয়া হোক।	বিকাশ রায়, বীরেন্দ্রনাথ রায়, তরুনকুমার কুন্ডু ও সুবল পাল, কৃষ্ণনগর. নদীয়া.	৪
২৫/১১/২০১২	৮ নং	নির্ধারিত ২০ নম্বর পাব না কেন?	সেন্টার হেডলাইন	প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষায় সাধারণ বি এড পাশ করা ছেলেমেয়ে মূল্যায়নে প্রশিক্ষণ নির্ধারিত ২০ নম্বর থেকে কেন বঞ্চিত হবে?	কমলিকা রায়, বরাহ নগর.	৪
১৫/১২/২০১২	৮ নং	জীবনধারণই এখন এক মস্তবড় সমস্যা	সেন্টার হেডলাইন	নারীহরণ, ছেলেমেয়ে অপহরণ, বাসের প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে ধর্ষণ, গুলি চালানো ইত্যাদি বিষয় নিয়ে ব্যখ্যা করেছেন।	গঙ্গেশ্বর রায়চৌধুরি, বিরাটি.	৪
১৭/১২/২০১২	৮ নং	সংস্কৃত শিক্ষার গুরুত্ব ও শিক্ষকের দায়িত্ব	সেন্টার হেডলাইন	প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত।	শুভ্রা চট্টোপাধ্যায়, দোলগোবিন্দ গৌতম, অনিলচন্দ্র দেবশর্মা, উঃ ২৪ পরগণা.	৪

এত দিনে টের পেলেন!

১২ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিনে রাজ্যে আয়োজিত ছাত্র-যুব উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে আমন্ত্রণ করায় ক্ষিপ্ত হয়েছেন আলিমুদ্দিনের কর্তারা। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবসে বিমান বসু মন্তব্য করেছেন, 'কোনও ভাবেই ওবামাকে আমরা কলকাতায় নামতে দেব না।' বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, 'ইরাক, আফগানিস্তান, লিবিয়ার উপর আমেরিকা আক্রমণ হানছে। এ বার তাদের নজর, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দিকে। এর বিরুদ্ধেই আমাদের মিছিল' (২-৯)। সাম্রাজ্যবাদের মতো আপাত 'অপ্রাসঙ্গিক' বিষয় নিয়ে বাজার গরম করা ছাড়া বিমানবাবুদের সামনে আর কোনও রাস্তা যে খোলা নেই, সেটা ওঁরা ভাল ভাবেই জানেন।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী জন মেজরকেও তো জ্যোতিবাবুরা এক সময় লাল শালুর কার্পেট পেতে কলকাতার বুকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন (৯-১-১৯৯৭)। ব্রিটেন কি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছিল না! ১৯৯৫ সালে জ্যোতিবাবু পুঁজির সন্ধানে আমেরিকায় পাড়ি দিয়েছিলেন। সে দিন কি আমেরিকা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ছিল না? প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী নিরুপম সেন শিল্পের খোঁজে কত বার মার্কিন সফর করেছিলেন?

রতন চক্রবর্তী। উত্তর হাবড়া, উত্তর চব্বিশ পরগনা

জীবনধারণই এখন এক মস্তবড় সমস্যা

প্রতিদিন সকালে কাগজ খুললেই দেখতে পাই—নারীহরণ, ছেলেমেয়ে অপহরণ, প্রতিযোগিতা করে বাস চালানোয় নির্দোষ বালকের মৃত্যু, বাক্‌যুদ্ধের পরিণতিতে রিভলবারের গুলিতে মৃত্যু। মনে হয়, যেন প্রত্যেক অন্যায়কারীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র আছে! অনুমতি ছাড়া তো আগ্নেয়াস্ত্র রাখা যায় না? কেন প্রশাসন দুষ্কৃতীদের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেয় না? এ ব্যাপারে পুলিশ যত দিন না কড়া পদক্ষেপ নেবে, তত দিন কিছু হওয়ার নয়।

হত্যার পর পুলিশি অভিযান শুরু হয়, কিন্তু অপরাধী ধরা পড়ে না। আবার পাকড়াও করে আদালতে হাজির করা হলেও অনেক সময় অভিযুক্ত আইনের ফাঁক দিয়ে জামিন পেয়ে যায়। অপরাধী পুনরায় খুন-খারাপি করতে শুরু করে। অনেক সময়েই পুলিশ অপরাধের সত্য ঘটনা বিচারককে দেয় না। বেশিরভাগ সময়েই বিচারক পুলিশ রিপোর্টের উপরেই বিচারকার্য চালাতে বাধ্য হন। তাতে উপযুক্ত বিচার হয় না, শাস্তিও হয় না। ফলে দুষ্কৃতীরা ভয় পায় না, এবং পুনরায় গর্হিত অন্যায় কর্মে লিপ্ত হয়ে যায়।

থানায় এফ আই আর দিতে গেলে থানা নিতে চায় না। প্রতিবাদ করলে ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিবাদীকে মেরে হাজতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ কর্তারা এবং প্রশাসন কোনও বিহিত বন্দোবস্ত না নিলে, অদূর ভবিষ্যতে এই বিষয়েই গণবিদ্রোহ হবে বলে আমার ধারণা।

কোনও ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য নয়, সমাজ থেকে অন্যায় দূর করে মানুষকে শান্তিতে বাস করার সুযোগ করে দেওয়া হোক, এটাই আমার একান্ত ইচ্ছা।

আমি ৮২ বৎসর বয়সের হৃদরোগ আক্রান্ত এক ব্যক্তি। বলতে লজ্জা হয়, তিনটি হাসপাতালে গিয়ে আমার মতো প্রবীণও কয়েকজন ডাক্তারের ব্যবহারে অপমানিত হয়েছি। ওঁদের যেন ধারণা, ওনাদের ছাড়া অন্য কারও কোনও জ্ঞান নেই। বেশ কয়েক দশক ধরেই মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহার ও সেইমতো বহু চিকিৎসকের ব্যবহারও অতি নিম্নস্তরে পৌঁছে গিয়েছে। এর সংস্কার সাধন প্রয়োজন। না হলে জনসাধারণের মধ্যে মারামারির প্রবণতা বন্ধ হবে না। শুধু পুলিশ দিয়ে এসব ব্যাপারে শান্তি আনা যাবে না।

আমি চাই, আমাদের সমাজে একটা সার্বিক উন্নতি হোক। যাতে আমরা সকলে নিজেদেরকে একে অপরের পরিপূরক বলেই ভাবতে পারি। যাতে একটা আদর্শ সমাজ গড়ে উঠতে পারে তার চেষ্টায় ব্রতী হই। যেন সত্যি সত্যিই ভাবতে পারি 'সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'।

গঙ্গেশ্বর রায়চৌধুরি
ঋষি অরবিন্দ পার্ক, বিরাটি

গৃহিণী বেতন পেলে ক্ষতি কী

বিনা বেতনের দাসী (১৩-৯) প্রবন্ধটির সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে নেদারল্যান্ডস থেকে লেখা শ্রীমতী তনিমা চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে (২৫-৯) অনেক ফাঁক আছে। গৃহিণীকে কর্তার আয়ের একটি নির্দিষ্ট অংশ মাসিক বেতন দেওয়ার জন্য আইন যদি কোনও কালে বাস্তবায়িত হয়, তবে সে তো পরিবারের কল্যাণার্থে সন্তানের শিক্ষা-পুষ্টি খাতে ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। সম্পাদকীয় প্রবন্ধেও তেমনটি বলা হয়েছে। নিজের ইচ্ছেকে রূপ দিতে হাত পাততে হবে না কারও কাছে। উদয়াস্ত পরিশ্রম, সংসারের জন্য কাজ মূল্যহীন, মর্যাদাহীন এ কথা ভেবে নতমুখে থাকতে হবে না নারীকে। নারীর ক্ষমতায়ন হলে সমগ্র পরিবার ও দেশের কল্যাণ হবে।

কত উচ্চশিক্ষিত, উপার্জনক্ষম বধূ সংসারের প্রয়োজনে নিজের চাকরি ছাড়েন। সংসারের জন্য প্রাণপাত করে সংসারের অর্থ সাশ্রয় করা, সন্তানের মঙ্গল চিন্তা, সকলের সুখ-সুবিধার দিকে নজর দেওয়া যেন তাঁদেরই একক দায়। নিজের বঞ্চনার দিকটি তাঁদের কাছেও উপেক্ষিত থেকে যায়। কর্মক্ষমতা কমে যায়, স্বামী-সন্তানের কাছে উপেক্ষিত অবহেলিত হতে হয়।

অবশ্য, স্ত্রীদের জন্য বরাদ্দ 'আইনি' অর্থ থাকলেও কতটা তাঁরা ইচ্ছে মতো খরচ বা সঞ্চয় করতে পারবেন, বলা যায় না। বাইরে আইন মানতে বাধ্য হলেও ঘরে এসে পুরুষ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাবে। পণ দেওয়া-নেওয়াও তো আইনত নিষিদ্ধ, তবু সবই চলে ঘুরিয়ে। একই ছাদের নীচে থেকে সন্তানকে বড় করতে হবে, অতএব অনুগত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকবে না। তবু আইনের রক্ষাকবচ থাকলে অবস্থা কিঞ্চিৎ সহনীয় হবে, আশা করতে দোষ কী? অন্তত 'নারীর কাজটা কিছু নয়' এই দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বাধ্য হবে রাষ্ট্রের স্বীকৃতিতে। আসলে অর্থের সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। গৃহকর্মের জন্য আইনত অর্থ পাওনা হলে তখনই হয়তো স্ত্রী কিছু মর্যাদা পাবেন।

আনন্দময়ী মুখোপাধ্যায়।
কলকাতা-৭৪

হেমন্তকুমারের হিন্দি প্লে-ব্যাক

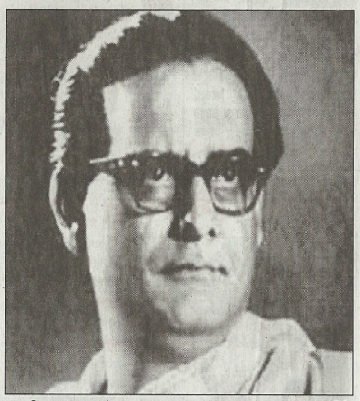

'রবিবার' (২৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২) পাতায় বিখ্যাত কিংবদন্তি মহাগায়ক এবং মহান সুরস্রষ্টা স্মরণে 'আমার গানের স্বরলিপি লেখা রবে: হেমন্ত মুখোপাধ্যায়' শীর্ষক প্রতিবেদনটি পড়ে খুবই ভালো লেগেছে। তবে, প্রতিবেদনে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের হিন্দি প্লে-ব্যাক সম্বন্ধে যে তথ্যটি জানানো হয়েছে, তা ঠিক নয়। তাই এই পত্রে আমার জানা সঠিক তথ্যগুলি জানালাম। প্রতিবেদনে বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রথম হিন্দি ছবির প্লে-ব্যাক করেন ১৯৪৮ সালে 'জমিন আসমান' ছবিতে।

এই প্রসঙ্গে এবার জানাই যে, হিন্দি ছবিতে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম হিন্দি গান শোনা যায় ১৯৪২ সালে নিউ থিয়েটার্সের 'মীনাক্ষী' ছবিতে। এই ছবির সুরকার ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক। তাঁর সুরে, নায়ক নাজমল হুসেনের লিপে হেমন্তবাবু প্লে-ব্যাক করেছিলেন 'আখোঁ কি ওট যো রহেতা থা' ও 'অব প্রিত কি জিত মানায়ে' শীর্ষক দুটি গান। শেষ গানে হেমন্তবাবুর সহশিল্পী ছিলেন সুপ্রভা সরকার। 'মীনাক্ষী' (১৯৪২) ছবিতে এই দুটি গান লিখেছিলেন পণ্ডিত ভূষণ।

তবে, এখানে বলে রাখা ভালো যে, হিন্দি ছবির জন্য হেমন্তবাবু কিন্তু প্রথম প্লে-ব্যাক করেন ১৯৪১ সালে পণ্ডিত অমরনাথের সুরারোপিত 'ইরাদা' ছবিতে। ইন্দ্রপুরি স্টুডিও, কলকাতা ব্যানারের এই ছবিতে হেমন্তবাবু গেয়েছিলেন 'ফির মহব্বতকে পয়াম আনে লগে', 'আরাম সে যো রাত কাটে' এবং সহশিল্পী রাধারানি দেবীর সঙ্গে 'নীত নীত কে রুঠনেওয়ালে সাজন' শীর্ষক গানগুলি। এই ছবির গীতিকার ছিলেন আজিজ কাশ্মিরি। কিন্তু 'ইরাদা' ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল 'মীনাক্ষী' (১৯৪২) ছবির পর, ১৯৪৪ সালে। তাই রেকর্ডের নিরিখে ১৯৪২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'মীনাক্ষী' ছবিটাই হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের প্রথম হিন্দি প্লে-ব্যাক ছবি।

সৌভাগ্য পিকচার্সের 'জমিন আসমান' ছবিটি ১৯৪৬ সালে মুক্তি পায়। ১৯৪৮ সালে নয়। এই ছবিতে হেমন্তবাবু কমল দাশগুপ্তের সুরে 'এক রাত কভি আ্যয়সি' এবং 'পাপিহা পাপিহা তু পিউ কে' (সহশিল্পী: কল্যাণী দাস) শীর্ষক গান গেয়েছিলেন। 'জমিন আসমান' (১৯৪৬) ছবিতে গান লিখেছিলেন ফৈয়াজ হাসমি।

বিশ্বনাথ বিশ্বাস
আরএ-৩০১ নবপল্লী
সেক্টর-৪, সল্টলেক

মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা

গত ১৮ সেপ্টেম্বর, ২০১২ তারিখে প্রকাশিত বিশ্বজিৎ দাসের আত্মহত্যা সংক্রান্ত ধারাবাহিকে 'বহু বাবা-মা'ই সন্তানের মন বোঝেন না' প্রতিবেদনটি পড়ে ভালো লাগল। প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে উদ্ধৃত করে প্রতিবেদক লিখেছেন, আত্মহত্যার চেষ্টা করে বিফল হন যাঁরা, তাঁদের সংখ্যা মৃতের সংখ্যার প্রায় আট গুণ। আবার এইসব চূড়ান্ত হতাশাগ্রস্ত এবং ভেঙে পড়া ব্যক্তিকে গরাদের পিছনে ঠেলে দিতে ইন্ডিয়ান পিনাল কোডের একটা ধারা আছে। আই পি সি ৩০৯। আত্মহত্যার চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে পুলিশ সেই ব্যর্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে এই ধারায় মামলা রুজু করে দিতে পারে। এতে জেল ও জরিমানা দুই-ই হতে পারে। মনস্তত্ত্ববিদদের দেশব্যাপী সংগঠন ইন্ডিয়ান সাইকায়াট্রিসট সোসাইটির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ডাঃ রণদীপরঞ্জন ঘোষ রায়ের মতে, আই পি. সি ৩০৯ কালা কানুন। কারণ এর দ্বারা আত্মহননে ব্যর্থ ব্যক্তিকে অবধারিতভাবে ফের আত্মহত্যার পথে ঠেলে দেওয়া হয়। কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি ভগবতীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অপরিসীম জ্ঞানের নিরিখে জানিয়েছেন, আই পি সি ৩০৯ জিইয়ে রাখার কোনও মানে হয় না।

ভারতের একজন নাগরিক হিসাবে দেশ তথা সরকারের কর্তাব্যক্তিদের কাছে আমার একান্ত অনুরোধ, অবিলম্বে এই কালা কানুন বাতিল করে হতাশাগ্রস্ত ব্যক্তিদের আত্মহননের হাত থেকে বাঁচানোর সমস্ত রকম ব্যবস্থা করুন। ভবিষ্যতে যেন আর তাদের কখনও মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা খেতে না হয়।

ডাঃ অনন্ত রায়
খামরা, পশ্চিম মেদিনীপুর

অভাব জলের নয়, ঠিক ঠিক পরিকল্পনার

৩০ অগস্ট এবং ৫ সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত অদিতি মুখোপাধ্যায় ও কল্যাণ রুদ্রর জল ব্যবহার সংক্রান্ত লেখাগুলির প্রেক্ষিতে লিখছি। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের লেখাটি মূলত অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নেওয়া। কিন্তু শ্রীরুদ্রর লেখা মূলত পরিবেশ সম্পর্কে খানিকটা তথ্য ও খানিকটা আবেগ থেকে লেখা।

বর্ধমান জেলার পূর্ব ভাগ কৃষিকাজের জন্য বিখ্যাত। ভাতার তার মধ্যে অন্যতম। স্টেট ওয়াটার ইনভেস্টিগেশন ডিরেক্টরেটের তথ্য অনুসারে ১৯৯০ থেকে ২০১০-এ কেবল এই ব্লকেই ভৌম জলস্তরের সীমা ১০.৩৯ মিটার থেকে হয়েছে ১৮.০২ মিটার। অর্থাৎ মাটির নীচের জলস্তর গড়ে অন্তত ৮ মিটার নীচে নেমে গেছে। চাষিরা বাধ্য হচ্ছেন তাঁদের পাম্পসেটটিকে খানিকটা গর্ত করে বসাতে। শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মত অনুসারে পশ্চিমবঙ্গে পাম্পসেটের বৈদ্যুতীকরণ প্রয়োজন। পরিসংখ্যান জানায়, ১৯৯০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ভাতারে স্বল্প গভীরতার ডিজেল ও বৈদ্যুতিক পাম্পসেটের সংখ্যা ৮০০ থেকে বেড়ে ৪০০০ হয়েছে। যদিও মোট সেচের জলের চাহিদার প্রায় ৯১ শতাংশ জল DVC ক্যানেলের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। কেবল মাত্র বোরো চাষের সময় এবং অনির্দিষ্ট ও অনিয়মিত ক্যানেলের জলের জন্য আজ ভাতার ব্লক ভৌমজলহীন অবস্থার সম্মুখীন।

জলের এমন সঙ্কট কেবলমাত্র ভৌমজলের নয়, ভূপৃষ্ঠস্থ জল অর্থাৎ পুকুর, বিল, জলাভূমিরও। পরিচর্যা ও পর্যবেক্ষণের অভাবে এবং কখনও কখনও কৃত্রিম উপায়ে এদের শুকিয়ে কৃষিজমিতে রূপান্তর ঘটছে আকছার। ফলে, ভৌমজল রিচার্জ ক্ষেত্রের হ্রাস পাচ্ছে দ্রুত।

অথচ ১৯৯০ থেকে ২০১০ পর্যন্ত ভাতারের খাদ্যশস্যের উৎপাদন বেড়েছে ১৪৮৬৪৪ মেট্রিক টন থেকে ১৯৯৩৭২ মেট্রিক টন এবং পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১৯৯০ থেকে ২০১০ সালে হয়েছে ১০৯৬৭০০০ থেকে ১৯১৮৭০০০ টন। অর্থাৎ আমাদের একটি উভয়সঙ্কট: জলের জন্য খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, আর অন্য দিকে অধিক পাম্প স্থাপনের মাধ্যমে ও অন্য উপায়ে সামগ্রিক ভাবে জলসম্পদের হ্রাস, যা আজ আমাদের পরিবেশ ও বাস্তুতন্ত্রের সাস্টেনেবিলিটিকে প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে।

অতি সম্প্রতি বর্ধমানের আর্সেনিক দূষিত পূর্বস্থলী ১ ও ২ ব্লকের একটি হিসেব করা হয়েছে। সেখানে সরকার আর্সেনিক দূষণের মোকাবিলায় গভীর নলকূপ খনন করাকেই প্রাথমিক উপায় হিসাবে ব্যবহার করেছে। অথচ এই ব্লকের মোট ক্ষেত্রফলের ৫ শতাংশ জলাশয় দ্বারা আবৃত। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে জানতে পারা যায় যে, প্রায় সকল জলাশয় গ্রীষ্মকালেও কমপক্ষে ২ মিটার গভীর জল ধারণ করে। বছরের গড় গভীরতা ২ মিটার হলেও সেগুলির বাৎসরিক জলধারণ ক্ষমতা ৫৬০০০০০ গ্যালন হতে পারে এবং মাথাপিছু দৈনিক ৪০ লিটার চাহিদা ধরলে বাৎসরিক চাহিদার পরিমাণ হয় ১৯০০০০০ গ্যালন। অর্থাৎ ৩৭০০০০০ গ্যালন অতিরিক্ত জল আমরা অন্য প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি। এ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল নদী 'মিয়েন্ডার' প্রকৃতির। যার অর্থ ভারতের এই অংশে নদী ভৌগোলিক দূরত্বের কমপক্ষে ১.৫ গুণ বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে।

অর্থাৎ জলসম্পদের অভাব আমাদের এ রাজ্যে অন্তত নেই। অভাব শুধু ঠিক পরিকল্পনার। পশ্চিমবঙ্গের বিপুল ভূপৃষ্ঠস্থ জলসম্পদের সংস্কার, সংরক্ষণ ও বর্ষার অতিরিক্ত জল এই সব অংশে সঞ্চয় করলে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনার অর্থ এই জলাশয়ের সংস্কার ও গভীর করার কাজে ব্যবহার করলে, সেই জল গৃহস্থালির ও সেচের কাজে ব্যবহার করা যাবে। রক্ষা করা যাবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভৌমজল, বাস্তুতন্ত্র, আমাদের খাদ্য সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক ভিত্তি।

ড. বিপ্লব বিশ্বাস। ভূগোল বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, গোলাপবাগ, বর্ধমান

বিশেষজ্ঞ সাক্ষাৎকার

শ্রী রথীন্দ্রনাথ ব্যনার্জী মহাশয় এর থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকার
(আনন্দবাজার পত্রিকার অবসরপ্রাপ্ত অবর সম্পাদক)

১. সংবাদপত্র সংবাদ প্রকাশের জায়গা, সেখানে পাঠকদের চিঠিপত্র কেন প্রকাশিত হয়?

উঃ জ্ঞাপন ক্রিয়াটা ততক্ষণ অবধি সম্পূর্ণ হয়না যতক্ষন না কেউ কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে। পাঠকরা কেমন ভাবে নিচ্ছে, তার সেটা ভালো লাগছে না খারাপ লাগছে সেটা জানা প্রয়োজন। তুমি যেটা বলছ তারা সেটা মেনে নিচ্ছে না তাদের আলাদা বক্তব্য আছে সেটা জানা প্রয়োজন। কোন সংবাদ পড়ে আমার মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তা যদি না জানাতে পারি তাহলে সেটা একতরফা হয়ে যাবে। সেইকারনে পাঠকের মতামতের একটা গুরুত্ব আছে। পাঠকের উপর নির্ভর করে সংবাদপত্রের বিষয়বস্তু ঠিক করা হয়। ধরা যাক কোনো পাঠক মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন কিন্তু আমরা সংবাদপত্রে রোজ তেতো নিয়ে লেখালেখি হয়। পাঠকের কি ভালোলাগবে ? পাঠকের মত এবং রুচির উপর নির্ভর করে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়।

২. সংবাদপত্রে প্রতিদিন প্রচুর চিঠি আসে। সেক্ষেত্রে সেগুলি কিভাবে বাছাই করা হয় কিংবা সংশোধন করা হয়?

উঃ সংবাদপত্রে রোজ প্রচুর চিঠি আসে। সব খবর ছাপানো সম্ভব হয়না। এরমধ্যে হয়ত ৪টে বা ৫টা চিঠি ছাপানো হয় খবরের গুরুত্ব অনুসারে। আমার তো **'সাধ অনেক কিন্তু সাধ্য নেই'**। আমি তো সব চিঠি-ই ছাপতে চাই কিন্তু জায়গা নেই। তাই সব চিঠির মধ্যে বেছে নিয়ে ছাপতে হয়। এক জনের উপর দায়িত্ব থাকে তিনি এই কাজগুলি করে থাকেন। এর জন্য ভালো করে সব চিঠি পড়তে হয়, তবে সব চিঠি পড়া সম্ভব নয়। সাধারণত ২-৩ লাইন পড়েই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। তাছাড়া অনেক সময় অনেক চিঠিই আয়তনে অনেক বড়ো হয়, সেক্ষেত্রে সেগুলি পড়ে ছোট করে জায়গা মত প্রতিস্থাপন করতে হয়। এভাবে পড়ে চিঠি বাছাই করতে হয়।

৩. পাঠকদের চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে কোন ধরনের বিষয়কে তুলে ধরার দিকে জোর দেওয়া হয়? অনেকের স্বার্থে নাকি ব্যাক্তিগত স্বার্থে যুক্ত বিষয়?

উঃ সাধারণভাবে অনেকের স্বার্থে চিঠি প্রকাশ করার চেষ্টা করা হয়। ব্যক্তিগতস্বার্থে খুব কম-ই চিঠি প্রকাশিত করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো বিশেষ সমস্যার সমাধান হলে সবাই উপকৃত হবেন তখন সেই চিঠিকে বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়। আবার কোনো কোনোদিন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চিঠিই প্রকাশিত হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয় সমষ্টির স্বার্থে চিঠি প্রকাশে।

৪. আনন্দবাজার পত্রিকায় ''সম্পাদক সমীপেষু'' নামে পাঠকদের পাঠানো চিঠি প্রকাশিত হয়। এই চিঠিগুলি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনাদের কী কোনো বিশেষ লক্ষ্য থাকে?

উঃ না, কোনো বিশেষ লক্ষ্য থাকেনা। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আমার কাগজের যেসব লেখা প্রকাশিত হয় তার উপর ভিত্তি করে যদি চিঠি আসে সেগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কোনো পাঠক যদি সম্পাদকীয় লেখাকে সমালোচনা করে লেখেন তাহলে তার লেখাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংবাদপত্র নীতি-র সাথে একমত এমন লেখা ছাপানোর পাশাপাশি এর বিরুদ্ধ মতামতকেও সমানাধিকার দেওয়া হয়। এরফলে পাঠকদের সংবাদপত্র সম্পর্কে একটা সুস্থির ধারণা জন্মায় এবং চিঠি পাঠানোতে আগ্রহ জন্মায়।

৫. অনেক সময় পাঠকদের চিঠিপত্র দেখা যায় সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বা উত্তর সম্পাদকীয় বা কোনো সংবাদ বা ছবির বিষয়বস্তুর সমালোচনা করা হয়েছে, এই সমালোচনা সংবাদপত্রটি যখন প্রকাশ করে তখন কী তা সংবাদপত্রটি ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয় ?

উঃ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই করে। আমি যে বিরুদ্ধ মতামত প্রকাশ করি এটা পাঠক দেখে চিঠি পাঠাতে আগ্রহ প্রকাশ করে। পাঠকদের একটা ধারনা জন্মায় যে সংবাদপত্রের একটা নিজস্ব মতামত থাকার পাশাপাশি, তারা ভিন্ন মতামত কেও প্রাধান্য দেয়, শ্রদ্ধা করে। এরফলে আমার সংবাদপত্রের পাঠকসংখ্যাও বাড়ে।

৬. সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে যে সব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয় তার কি প্রতিকার আপনি লক্ষ্য করেন বা সমাজে কি এই ধরনের চিঠির কোনো প্রভাব পড়ে?

উঃ হ্যাঁ অনেকক্ষেত্রেই প্রতিকার হয়। ব্যক্তিগত চিঠি যখন প্রকাশিত হয় তখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লেখা হলে সেই ব্যাক্তি বিদ্ধ হন ফলে তিনি আত্মপক্ষসমর্থন করেন এবং দ্রুত সমষ্যার সমাধান করেন। তবে এই ধরনের ঘটনা খুব কম-ই দেখা যায়। তবে বহু ক্ষেত্রে প্রতিকার হয়।

৭. বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠকদের মতামত চিঠিপত্রের আকারে প্রকাশ করা হয় নিয়মিত ভাবে পাঠকদের মতামতকে এই গুরুত্ব দেওয়ার কারন কী ?

উঃ গুরুত্ব দেওয়ার কারন আমি যা বলছি একতরফা সবাই মেনে নিক এটা আমি চাই না। আমার কাগজের যারা পাঠক তাদের মতামতটাও জানা দরকার। না হলে জ্ঞাপন সম্পূর্ন হবে না।

৮. পাঠকরা নানা বিষয়ে সংবাদপত্রে লেখেন। কোন বিষয়ের উপর চিঠিকে সাধারনভাবে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়?

উঃ যে বিষয় বেশী মানুষকে ভাবায়। সেইরকম বিষয়কেই পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয়। সাধারণত ব্যক্তির চিঠি থেকে সমষ্টির চিঠিকেই বেশী প্রধান্য দেওয়া হয়। কোনো একটির মতের বিরোধিতা করে যদি কেউ চিঠি লেখেন তাহলে তার মতকে যদি গুরুত্ব দেওয়া হয় বা ছাপা হয় তাহলে সে বুঝবে যে তার মতকেও গুরুত্ব দেয়, শ্রদ্ধা করে।

৯. সংবাদপত্রে পাঠকদের যেসব চিঠিপত্র প্রকাশিত হয় তা কী সংবাদপত্র কে সমৃদ্ধ করে?

উঃ নিশ্চয়ই করে।

১০. পাঠকদের মতামত কি সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় নীতিকে প্রভাবিত করে?

উঃ করতেই পারে। যদি দেখা যায় আমি যে মতামত প্রকাশ করছি তা সম্পাদকীয় নীতির বিরুদ্ধে লেখা বা তার পক্ষে লেখা তাহলে তা উভয়ভাবে প্রভাবিত করতে পারে।

১১. সংবাদপত্রে প্রচুর চিঠি আসে সেক্ষেত্রে সেইসব চিঠির লেখার ধরণ ভিন্ন হয়ে থাকে। সেগুলি কি অপরিবর্তিত রেখে ছাপানো হয় না সংবাদপত্রের নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে কিংবা সংশোধন করে ছাপানো হয়?

উঃ হ্যাঁ সংশোধন করে ছাপানো হয়। কারন আমার কাগজের কতকগুলি নীতি থাকে। যিনি চিঠিটা লিখছেন তিনি একজন বাইরের লোক। তিনি আমার সংবাদপত্রের বিভিন্ন শব্দের বানানবিধি সম্বন্ধে অবগত নন ফলে শব্দের বানান সংশোধন করতে হয়। এছাড়া অনেক সময় সংবাদপত্রে বড় বড় চিঠি আসে সেক্ষেত্রে চিঠির দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিকে এগুলো সংশোধন করে ছোটো করতে হয়। নাহলে সংবাদপত্রে ১টার বেশী চিঠি ছাপানো সম্ভব হবেনা। আমি তো চাই আমার সংবাদপত্রে যত বেশী মানুষের মতামত প্রকাশিত হয় ততই ভালো। কারণ কম চিঠি প্রকাশিত হলে সংবাদপত্রে চিঠি ছাপানোর আগ্রহ কমে যাবে। সাধারণত মূল বক্তব্যকে অপরিবর্তিত রেখে, অপ্রয়োজনীয় অংশকে বাদ দিয়ে সম্পাদনার কাজটি করা হয়।

শ্রী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় এর থেকে নেওয়া সাক্ষাৎকার
(বর্তমান পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক)

১. অনেক সময় পাঠকদের চিঠিপত্রে দেখা যায় সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বা উত্তর সম্পাদকীয় বা কোনা সংবাদ বা ছবির বিষয়বস্তুর সমালাচনা করা হয়ছে, এই সমালাচনা সংবাদপত্রটি যখন প্রকাশ করে তখন কী তা সংবাদপত্রটির ভাবমুর্তি উজ্জল করে?

উঃ না, ভাবমূর্তি উজ্জল করে না।

২. পাঠকদের চিঠিপত্রের মধ্য দিয়ে কোন ধরনের বিষয়কে তুলে ধরার দিকে জোর দেওয়া হয়? অনেকের স্বার্থে যুক্ত বিষয় নাকি ব্যাক্তিগত স্বার্থ?

উঃ সাধারনত অনেকের স্বার্থে যুক্ত বিষয়কে প্রকাশিত করা হয়। অনেক অপ্রকাশিত বিষয় ছাপানো হয়। তবে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতাকে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া হয়।

৩. সংবাদপত্র প্রতিদিন প্রচুর চিঠি আসে। সেক্ষেত্রে সেগুলি কিভাবে বাছাই করা হয় কিংবা সংশোধন করা হয়?

উঃ চিঠি সবসময়-ই এডিট করেই ছাপা হয়। সংবাদপত্রে রোজ ১০০টার বেশী চিঠি আসে যার মধ্যে হয়ত ৭-৮টা চিঠি ছাপানো হয়। এ বিষয়ে যারা কাজ করেন তারা এই চিঠিগুলি সংগ্রহ করেন এবং বাছাই করেন।

৪. এই ধরনের চিঠিপত্র সমাজে কি প্রভাব ফেলে বলে আপনার হয়?

উঃ প্রভাব ফেলে বলেই ছাপা হয়। প্রভাব ফেলে তাই সংবাদপত্রে এই অংশ টি থাকে।

৫. সংবাদপত্র হল সংবাদ প্রকাশর জায়গা সেখান পাঠকদর চিঠিপত্র কেন প্রকাশিত হয়?

উঃ সংবাদপত্র কে বলা হয় সমাজের দর্পন। এটা একমুখী নয়। আমরা যা
কিছু করি সবকিছুর মধ্যেই প্রতিবার্তা পাই। আমাদের প্রতিটা মুহুর্তে চিন্তা করতে হয় যে আমাদের টার্গেট অডিয়েন্স কারা, তারা কি চায় - সেই জায়গা থেকে পাঠকের মতামত খুব প্রয়োজনীয়। আরও ভালোভাবে দেখলে বলা যায় পাঠকের মতামত এই কারনে প্রয়োজনীয় যে তারা কি চাইছে। সংবাদপত্র একটি লাভজনক ব্যাবসা তাই পাঠকের কথা সবসময় মাথায় রাখতে হয়। কারন পাঠক - ই যদি না চান তাহলে সংবাদপত্র বিক্রী হবে না। দিনের শেষে সকলেই আমরা আমাদের দ্রব্য সামগ্রী বিক্রী করতে চাই। সেইকারনেই পাঠকের মতামতটা প্রয়োজনীয়। জনতা কে নিয়েই যখন সংবাদপত্র তখন তাদের কথা মাথায় রেখে চলতে হয়।

৬. বিভিন্ন সংবাদপত্রে পাঠকদের মতামত চিঠিপত্রের আকারে প্রকাশ করা হয় নিয়মিতভাবে পাঠকদের মতামতকে এই গুরুত্ব দেওয়ার কারন কী?

উঃ প্রথমত বলি কোনো একটি সংবাদপত্র কোনো একটি ইস্যু নিয়ে লিখছে। এর জন্য পক্ষে ও বিপক্ষে তারা লিখছে। জনগন যে তোমার খবরটা পড়েছে তার প্রতিফলন ঘটে, এরমাধ্যমে সমাজের বাস্তব চিত্রটা তুলে ধরার চেষ্টা করে। খেলাধূলা, বিনোদন কিংবা অন্যান্য খবরের থেকে রাজনৈতিক খবরের কথা বেশী ভাবা হয় কারন কে কোন রাজনৈতিক দল বাম না ডান বা নিরপেক্ষ, সাধারণত নিরপেক্ষ তো হয়না। ধরো আমি ছাপালাম 'উড়ালপুল ভালো নয়'। এর থেকে হয়ত ৬টা চিঠি ছাপানো হল যার মধ্যে হয়ত ২টো পক্ষে, ৩টে বিপক্ষে, এবং ১টা পক্ষপাতিত্বহীনভাবে। সাধারনত পক্ষপাতিত্বহীন ভাবে কেউ বলেন না। এই চিঠিপত্রের মাধ্যমে অনেকসময় অনেক অজানা তথ্য চলে আসে। এরফলে অনেক পাঠক উপকৃত হচ্ছেন। বর্তমান সংবাদপত্রের সাথে সাযুয্যপূর্ণ এবং তথ্যবহ।

৭. পাঠকরা নানা বিষয়ে সংবাদপত্রে লেখেন। কোন বিষয়ের উপর চিঠিকে সাধারনভাবে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়?

উঃ সাধারণত গ্রহনযোগ্য যেকোনো মতামতকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সামাজিক নানা ঘটনার প্রতিফলন থাকতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের ব্যতিক্রমী চিঠিও ছাপানো হয় আবার কখনো কখনো সমাজিক সমস্যা নিয়েও চিঠিপত্র ছাপানো হয়। আবার কখনো কখনো রাজনৈতিক চিঠি ও ছাপানো হয়। এছাড়া সাহিত্যধর্মী চিঠিপত্র গুরুত্ব অনুসারে ছাপানো হয়। যেমন - স্বামী বিবেকানন্দের নিয়ে হয়ত কেউ কোনো অজানা তথ্য প্রকাশ করলো তার চিঠি অবশ্যই গুরুত্ব পাবে। সুতরাং কোনো নির্দিষ্ট কোনো বিষয় নয় যে বিষয়টির মধ্যে আকর্ষন থাকে সেটিই সংবাদপত্রে গুরুত্ব পাবে।

৮. সংবাদপত্র পাঠকদের যে চিঠিপত্র প্রকাশ করে, তার মধ্য দিয়ে কী সব অংশের পাঠকগণ উপকৃত হন?

উঃ সব খবরের দ্বারা তো সব পাঠক উপকৃত হতে পারেননা, দেখো তুমি বা আমি দু জনেই সংবাদপত্র পড়ি কিন্তু কজনে আমরা সংবাদপত্রের ১৬টা বা ১৮টা পৃষ্ঠা পুরো পড়ি? যখন কিছু হয়ত নতূন সংবাদ প্রকাশিত হল তখন আমরা মাঝেমাঝে সেই সংবাদ পড়ে থাকি। যার যে বিষয়ে আগ্রহ সে সেই লেখাগুলো সাধারণত পড়ে। যে হয়ত বিজ্ঞান বিষয়ক খবর কে পছন্দ করে সে বিজ্ঞানধর্মী কোনো চিঠি পড়ল বা কারোর হয়ত রাজনৈতিক চিঠি পড়তে ভালো লাগে সে রাজনৈতিক চিঠি পড়ে। কিছু ব্যক্তিগত আগ্রহ থাকে আবার কিছু সাধারন আগ্রহ থাকে, এই আগ্রহ অনুসারেই পাঠকগন সংবাদপত্র পড়ে থাকেন। আবার অনেক মানুষ-ই আছেন যারা সংবাাদপত্র পড়তে ভালোবাসেন না কিন্তু তারা তাদের অবসর সময় কাটাবার জন্য মাঝেমাঝে সংবাদপত্র পড়েন।

জনমত সমীক্ষা

১. সংবাদপত্র পড়েন?
ক. হ্যাঁ খ. না গ. অনিয়মিত

২. কোন সংবাদপত্র পড়েন?
ক. আনন্দবাজার পত্রিকা
খ. বর্তমান
গ. একদিন

৩. সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকদের চিঠিপত্র পড়েন?
ক. হ্যাঁ খ. না গ. অনিয়মিত

৪. কোন ধরনের চিঠিপত্র বেশী ভালো লাগে?
ক. সামাজিক সমস্যা নিয়ে চিঠি
খ. ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে চিঠি
গ. রাজনৈতিক - অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে চিঠি
ঘ. অন্যান্য

৫. সংবাদপত্রগুলিতে কী সপ্তাহে সাত দিনই চিঠিপত্র প্রকাশ করা উচিত?
ক. হ্যাঁ খ. না

৬. পাঠকদের চিঠি কেন পড়েন?
ক. গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে মতামত জানার জন্য
খ. নাগরিক জীবনে মানুষের সমস্যার কথা জানার জন্য
গ. সময় কাটানোর জন্য
ঘ. অন্যান্য

৭. সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে যে সব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয় তার কি প্রতিকার আপনি লক্ষ্য করেন?
ক. হ্যাঁ খ. না গ. বলতে পারবনা

৮. এভাবে সমস্যার কথা উল্লেখ করে কি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে আপনার মনে হয়?
ক. হ্যাঁ খ. না গ. বলতে পারবনা

৯. সংবাদপত্রে পাঠানো চিঠি কি সমাজের সমস্ত মানুষের উপর প্রভাব ফেলে বলে আপনার মনে হয়?
ক. হ্যাঁ খ. না গ. বলতে পারবনা

১০. সামাজিক সমস্যা নিয়ে চিঠিপত্র প্রকাশিত হলে তা কি আপনাকে ভাবায়?
ক. হ্যাঁ খ. না

১১. আপনি যে সংবাদপত্র পড়েন, তাতে সপ্তাহে কতদিন এই চিঠি প্রকাশিত হয়?
ক. ৩ দিন খ. ৪ দিন গ. ৫ দিন

১২. পাঠকদের চিঠিপত্র থেকে আপনি কিভাবে উপকৃত হন?
ক. নিজস্ব মতামতের প্রতিফলন দেখতে পাই
খ. নিজস্ব মতামতের বিরুদ্ধ মতামত দেখতে পাই
গ. সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে জানতে পারি
ঘ. নাগরিক জীবনের সমস্যা সম্পর্কে জানতে পারি

১৩. আপনি যে সংবাদপত্র পড়েন, তাতে পাঠকদের চিঠি আরো বেশী সংখ্যায় প্রকাশ করা উচিত বলে কি আপনার মনে হয়?
ক. হ্যাঁ খ. না গ. ভেবে দেখিনি

১৪. সংবাদপত্রে পাঠকদের নানা ধরনের সমস্যার কথা নিয়ে এই ধরনের চিঠি প্রকাশের ফলে সংবাদপত্রের জনপ্রীয়তা কি বাড়ে বলে আপনার কি মনে হয়?
ক. হ্যাঁ খ. না গ. বলতে পারবনা

রেখচিত্র

১. কোন সংবাদপত্র পড়েন?

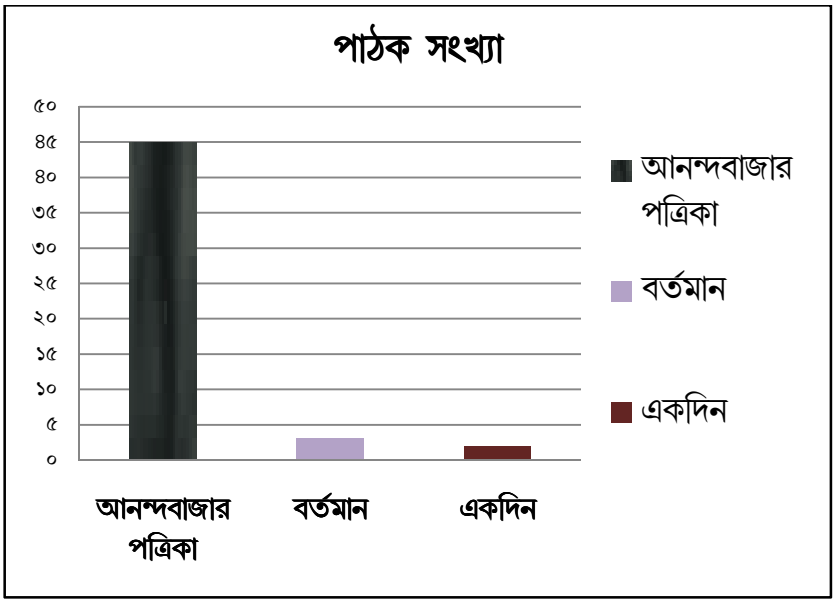

২. সংবাদপত্রে প্রকাশিত পাঠকদের চিঠিপত্র পড়েন?

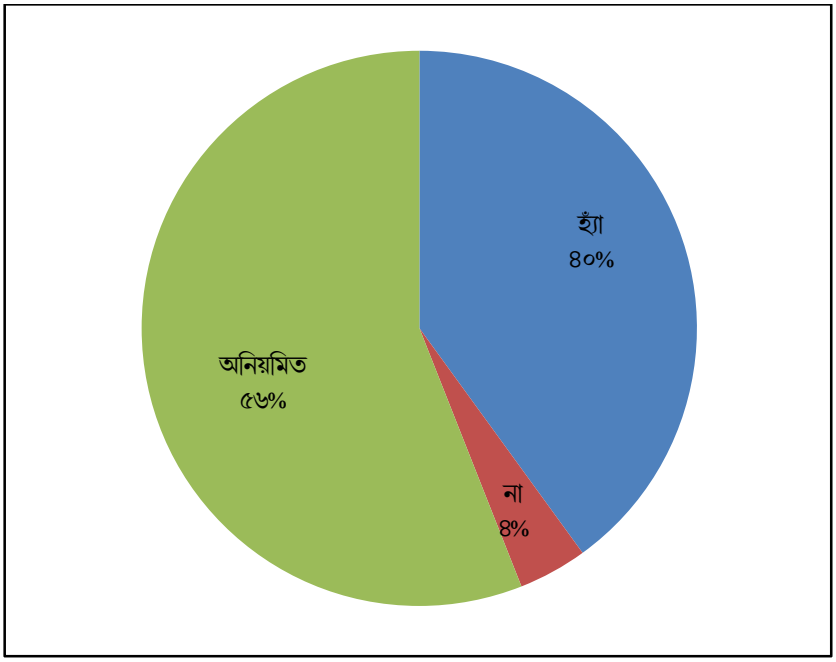

৩. কোন ধরনের চিঠিপত্র বেশী ভালো লাগে?

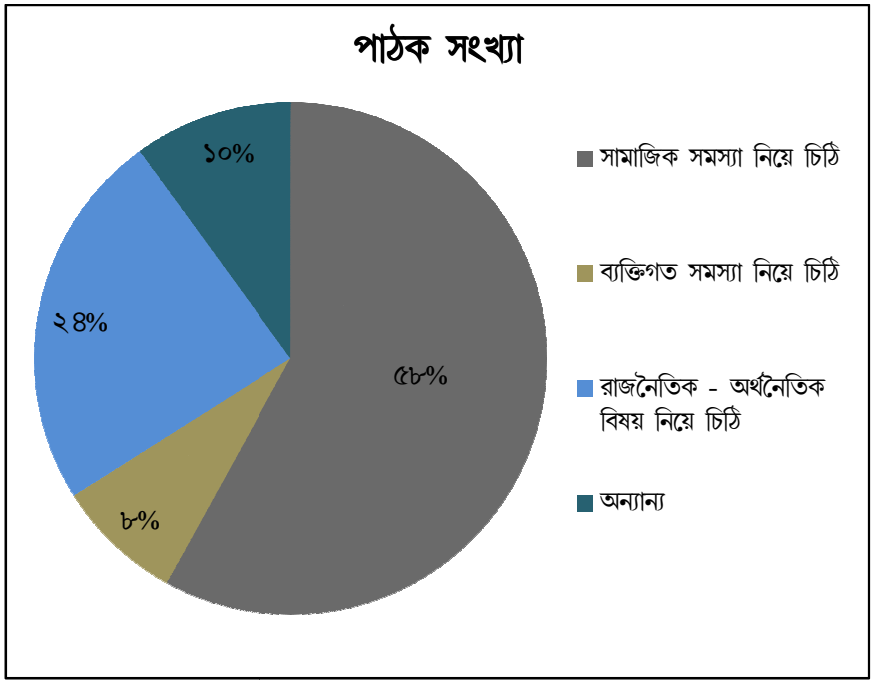

৪. সংবাদপত্রগুলিতে কী সপ্তাহে সাত দিনই চিঠিপত্র প্রকাশ করা উচিত?

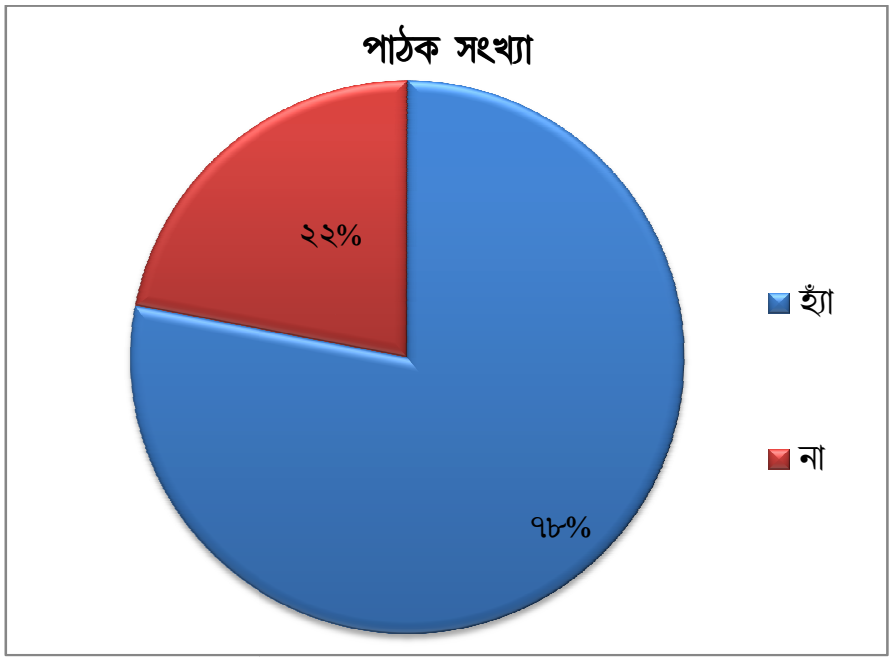

৫. পাঠকদের চিঠি কেন পড়েন?

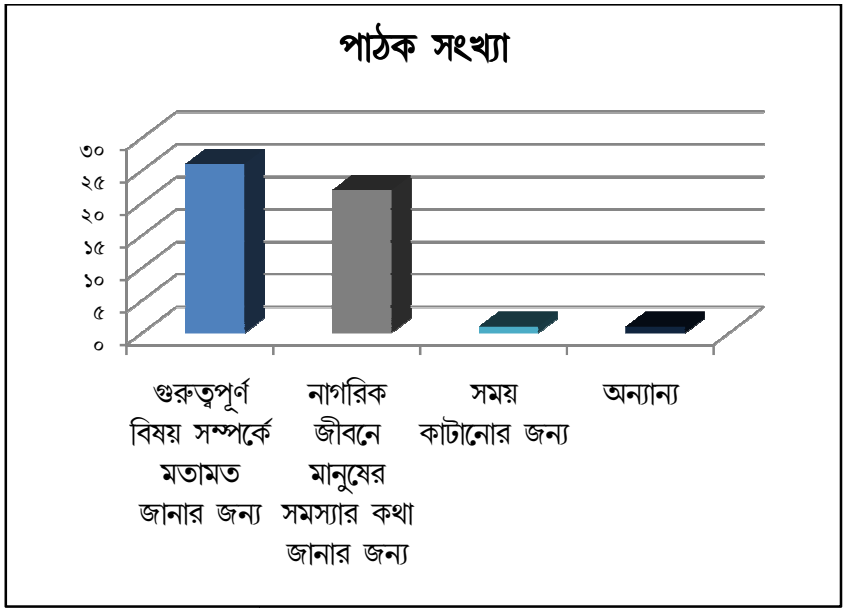

৬. সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিতে যে সব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয় তার কি প্রতিকার আপনি লক্ষ্য করেন?

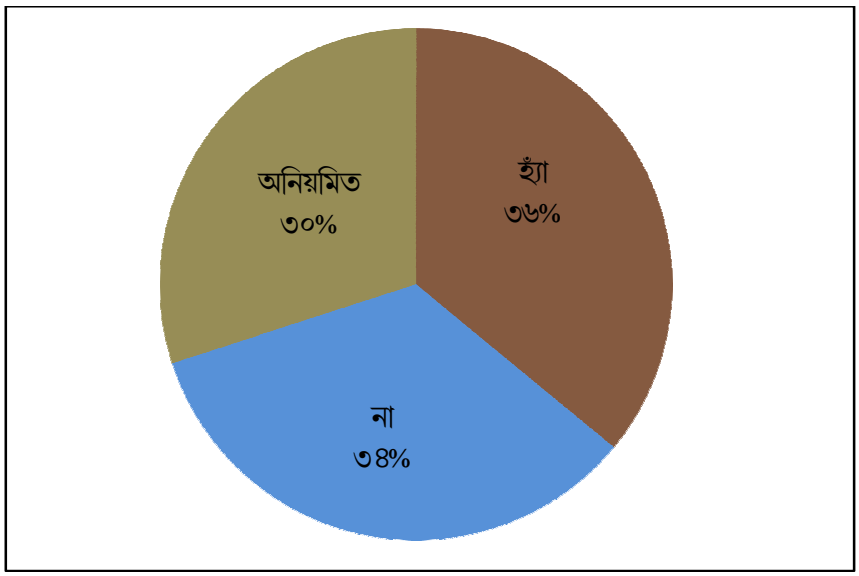

৭. এভাবে সমস্যার কথা উল্লেখ করে কি সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে আপনার মনে হয়?

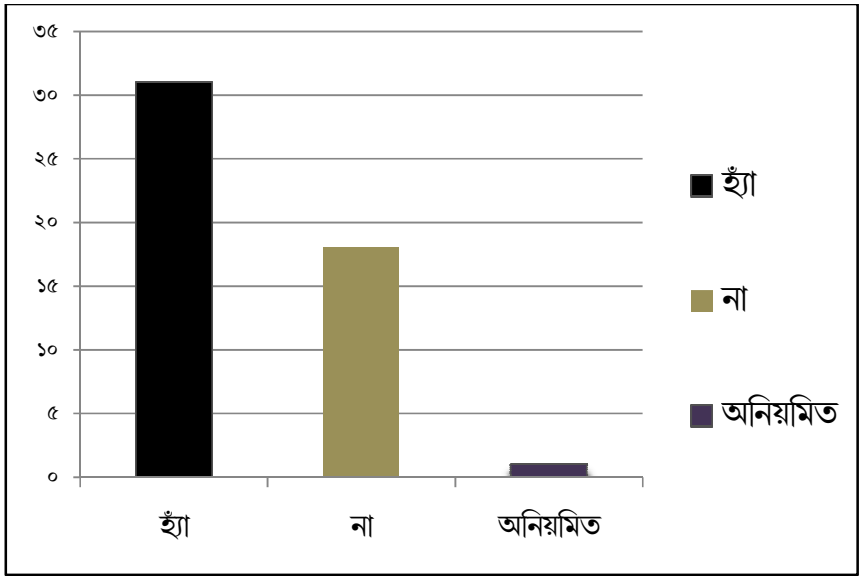

৮. সংবাদপত্রে পাঠানো চিঠি কি সমাজের সমস্ত মানুষের উপর প্রভাব ফেলে বলে আপনার মনে হয়?

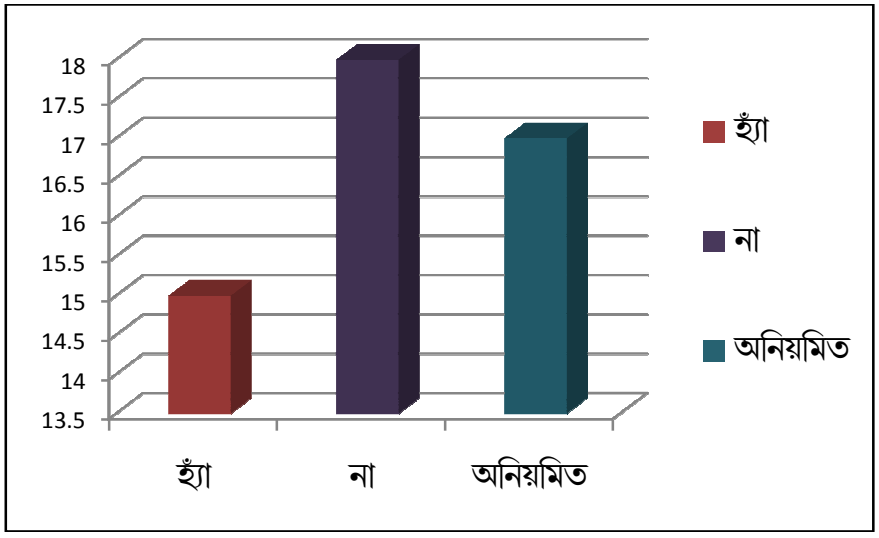

৯. সামাজিক সমস্যা নিয়ে চিঠিপত্র প্রকাশিত হলে তা কি আপনাকে ভাবায়?

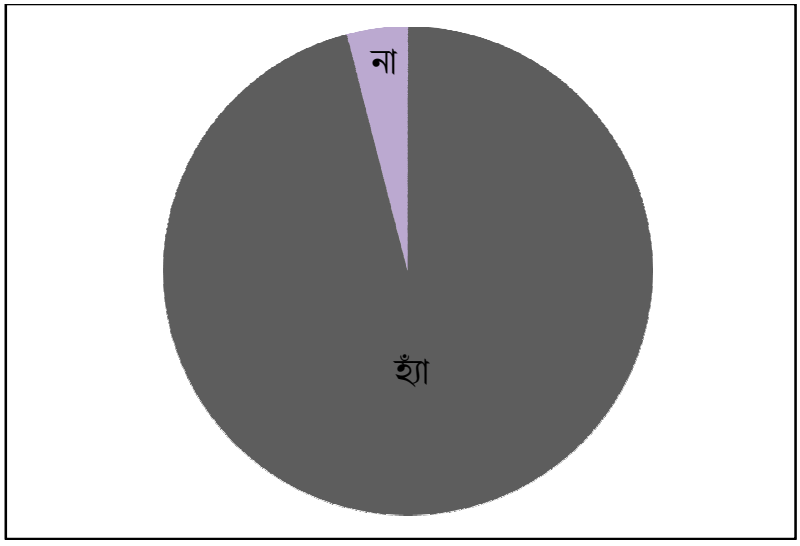

১০. আপনি যে সংবাদপত্র পড়েন, তাতে সপ্তাহে কতদিন এই চিঠি প্রকাশিত হয়?

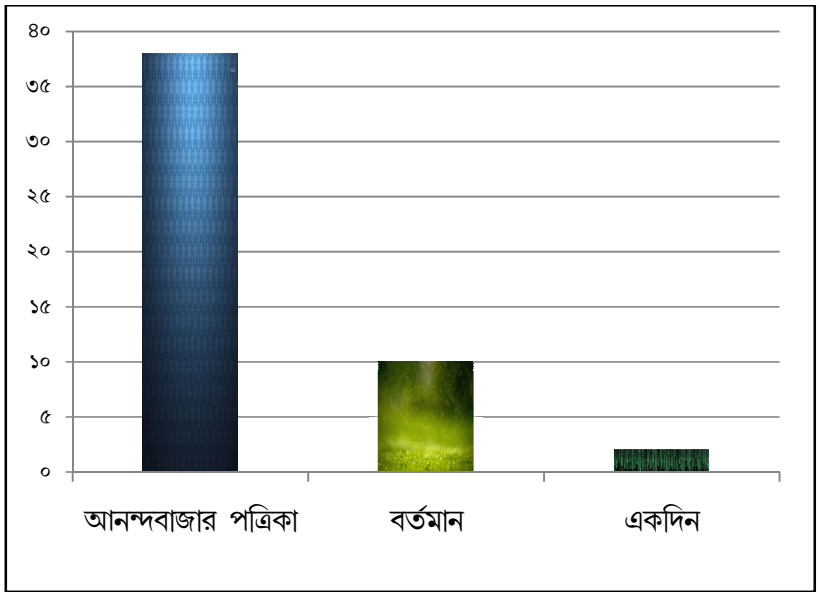

১১. পাঠকদের চিঠিপত্র থেকে আপনি কিভাবে উপকৃত হন?

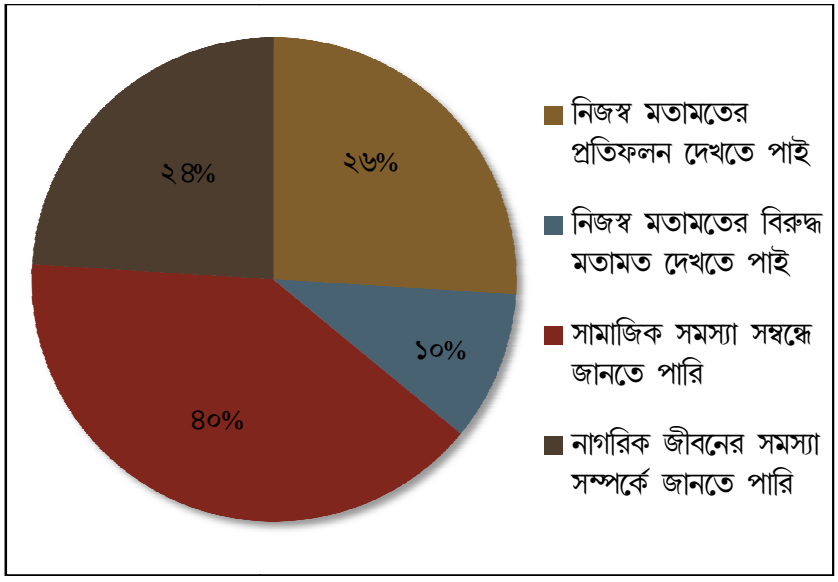

১২. আপনি যে সংবাদপত্র পড়েন, তাতে পাঠকদের চিঠি আরো বেশী সংখ্যায় প্রকাশ করা উচিত বলে কি আপনার মনে হয়?

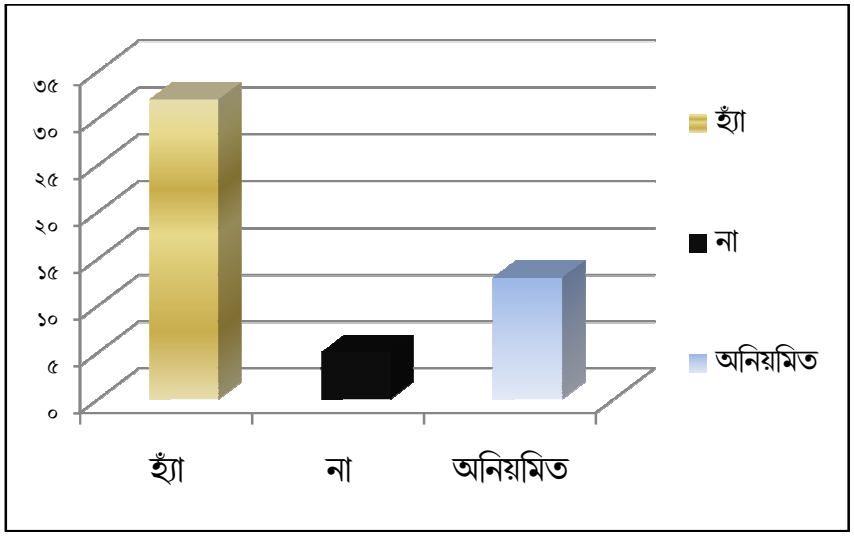

১৩. সংবাদপত্রে পাঠকদের নানা ধরনের সমস্যার কথা নিয়ে এই ধরনের চিঠি প্রকাশের ফলে সংবাদপত্রের জনপ্রীয়তা কি বাড়ে বলে আপনার কি মনে হয়?

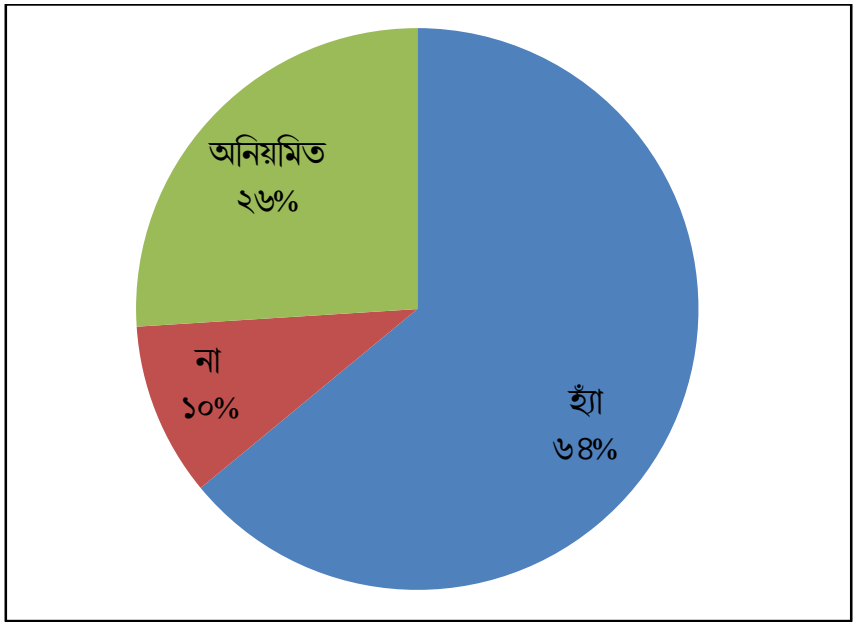

সমীক্ষাপত্রের রিপোর্ট

সংবাদপত্রে সংবাদের পাশাপাশি পাঠকদের মতামত ও অনেক অজানা তথ্য জানার জন্য চিঠি ছাপানো হয়। এর ফলে একটি উভমুখী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সমীক্ষানুযায়ী লক্ষ্য করা গেছে ৪০-৬০ বছর বয়সী মানুষের মধ্যে এই চিঠি পড়ার প্রবনতা বেশি। সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে সংবাদপত্র (৪৭%) মানুষ পড়েন। (৪০%)পাঠক সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিপত্র পড়েন এবং (৫৬%) পাঠক অনিয়মিত চিঠিপত্র পড়েন।

আনন্দবাজার পত্রিকা, বর্তমান, একদিন এই তিনটি সংবাদপত্রে এই চিঠি প্রকাশিত হয়। আনন্দবাজারের পাঠকসংখ্যা বেশি হলেও বর্তমান পত্রিকায় বেশী পরিমানে পাঠকদের চিঠি ছাপানো হয়। সমীক্ষাপত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে (২৭%) মানুষ এই চিঠি গুরুত্বপূর্ণ মতামত জানার জন্য পড়েন এবং নাগরিক জীবনের সমস্যা জানার জন্য (২০%) মানুষ সংবাদপত্র পড়েন। সাধারণত যারা এই চিঠিপত্র লেখেন তারাই এই চিঠির পাঠক হন। ব্যক্তিগত স্বার্থের থেকে সমষ্টির কথা মাথায় রেখে সাধারণত চিঠি প্রকাশিত হয়। সমীক্ষা অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে প্রকাশিত চিঠির মধ্য দিয়ে (৩৬%) পাঠক প্রতিকার লক্ষ্য করেন। পাঠকদের মতামত কে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য (৬৪%) পাঠক সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তা বাড়ে বলে মনে করেন। সামাজিক সমস্যা নিয়ে প্রকাশিত চিঠি (৫৮%) পাঠক পড়েন এবং পাঠকদের মধ্যে থেকে (৩৯%) চান যে সপ্তাহে সাত দিনই চিঠি প্রকাশিত হোক। তবে (১৮%) পাঠক মনে করেন যে সংবাদপত্রে পাঠানো চিঠি সমাজের সমস্ত মানুষের উপর প্রভাব ফেলেনা এবং (৯৫%) মানুষ এই চিঠি নিয়ে ভাবেন।

অনেকসময় সহপাঠকের লেখা নিয়ে অনেক বিতর্ক ও অজানা তথ্যও উঠে আসে। বর্তমান পত্রিকায় কর্মরত সাংবাদিক শ্রী সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, মনে করেন পাঠকদের প্রেরিত চিঠি প্রভাব ফেলে তাই সংবাদপত্রে এই অংশটি থাকে। একই কথা আনন্দবাজারের অবসরপ্রাপ্ত অবর সম্পাদক শ্রী রথীন্দ্রনাথ ব্যানার্জীও মনে করেন তবে তিনি সংযোজন করে বলেন ব্যক্তিগত চিঠি যখন প্রকাশিত হয় তখন কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির উদ্দেশ্যে লেখা হলে সেই ব্যাক্তি বিদ্ধ হন ফলে তিনি আত্মপক্ষসমর্থন করেন এবং দ্রুত সমষ্যার সমাধান করেন। তবে এই ধরনের ঘটনা খুব কম-ই দেখা যায়। বহু ক্ষেত্রে প্রতিকার হয়।

যদিও জায়গার স্বল্পতার জন্য সংবাদপত্রে পাঠকদের প্রেরিত সমস্ত চিঠি প্রকাশ করা হয়না। বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতাকে সবসময় গুরুত্ব দেওয়া হয়। কোনো একটির মতের বিরোধিতা করে যদি কেউ চিঠি লেখেন তাহলে তার মতকেও গুরুত্ব দেওয়া হয় বা ছাপা হয়। পাঠক এই চিঠির দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। পাঠকদের এই স্বাধীন মতামত প্রকাশের কারনে গণতন্ত্র বজায় থাকে।

উপসংহার:

সংবাদপত্রে প্রকাশিত চিঠিপত্র বর্তমানে বেশিরভাগ পাঠকই পড়েন। এই চিঠিপত্র প্রায় সব সংবাদপত্রেই প্রতিদিন প্রকাশ হয়ে থাকে। বিশেষ করে সামাজিক বিষয় নিয়ে চিঠিপত্র পড়তে বেশি পছন্দ করে পাঠকরা এছাড়া অন্যান্য বিষয়কেও প্রাধান্য দেওয়া হয়। সংবাদপত্র যেমন পাঠকদের চিঠিপত্র প্রকাশ করে তাদের গুনগত মান বজায় রাখার জন্য, ঠিক তেমনি একজন পাঠকের চিঠির মধ্য দিয়ে নিজের মনের ভাবের পাশাপাশি আরও অনেকের মনের ভাবের প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়। পাঠকের চিঠিপত্র সংবাদপত্রের বাজার বাড়াতে সাহায্য করে। গবেষণাপত্রটির শেষে বলা যায়, সংবাদপত্রে সংবাদের মতো পাঠকদের চিঠিপত্রও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

গ্রন্থপঞ্জী

পুস্তক	লেখক
সংবাদ সাংবাদিক সাংবাদিকতা	সুজিত রায়
সংবাদবিদ্যা	পার্থ চট্টাপাধ্যায়
জ্ঞাপন ও গণমাধ্যম	ডা: বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য